উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাজেশন 2023

www.shekhapora.com

*বাংলা গানের ধারা *

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৬ টি প্রশ্নোত্তোর ।

প্রশ্নঃ ১। বাংলার দুটি লোকসঙ্গীতের ধারার নাম লেখ। যেকোনো একটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তরঃ-বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সাধারণ জীবনযাপনে নিত্যদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মুখে মুখে যে কথা সুরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হত তাই লোকসংগীত।
লোকসঙ্গীতের অনেকগুলি ধারা রয়েছে তার মধ্যে দুটি হলো- "ভাওয়াইয়া" এবং "ভাটিয়ালি"।

ভাওয়াইয়া গানঃ- উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসংগীত হলো ভাওয়াইয়া। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, আসামের গোয়ালপাড়া,ধুবড়ি এই অঞ্চলগুলির নিজস্ব সংগীত ভাওয়াইয়া। এই গান গুলি সাধারণত রাজবংশী বা কামরূপী ভাষায় গাওয়া হয়। ভাওয়াইয়া কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'ভাব' শব্দটি থেকে এবং বাউদিয়া কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'বাউরা' বা 'বিবাগী' শব্দ থেকে অর্থাৎ বাউদিয়ারা সামাজিক কোন নিয়ম না মানা ঘরছাড়া বিবাগী মানুষ।

এই গানে বাউল, বৈষ্ণব, ফকিরি,সূফী,দরবেশ প্রভৃতি ভাগের ও সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানে বৈষ্ণবদের মত বিচ্ছেদ ,পূর্বরাগ ও পরকীয়া প্রেমের স্থান পেয়েছে। ভাওয়াইয়া গান কারো কাছে মন উদাস করা গান কারো কাছে ভাবের গান। মানব জীবনের বিভিন্ন রকম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল এই গানের বিষয়। এখানে রয়েছে জীবনের জটিলতা, দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, শোষণ, হুদুম দেও নামক জাদু অনুষ্ঠান, সমাজের গিরি প্রজা ব্যবস্থা ,কাতি ও সাইটোল পূজা এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। এই গানের মুখ্য বিষয় হচ্ছে নর-নারীর প্রেম।নায়ক,সাধু, মইশাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু,রাখাল বন্ধু প্রভৃতি চরিত্রের কথা এই গানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিষয় অনুসারে এই গানের নানা ভাগ রয়েছে তার মধ্যে- 'গাড়োয়ালি', 'মৈশাল' ও 'চটকা' উল্লেখযোগ্য। 'গাড়োয়ালি গান' গাওয়া হয় গরু-মোষের গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করে। 'মইশাল বন্ধুর গান' গাওয়া হয় মহিষকুড়ায় যাওয়া প্রেমিকের উদ্দেশ্যে।আর চুটকি বা চটকা হচ্ছে রঙ্গরসিকতার গান।
ভাওয়াইয়া গান গুলি হল-"ওকি গাড়িয়াল ভাই", "ও মোর মাহুত বন্ধুরে", "ওকি আবো হে"," হস্তীর "কন্যা হস্তীর কন্যা বামনের নারী"ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ ২। বাংলা গানের ধারায় রজনীকান্ত সেনের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তরঃ- "কান্তকবি" নামে পরিচিত রজনীকান্ত সেন বাংলায় অসংখ্য স্মরণীয় গান রচনা করে গেছেন। তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হলো কাব্যের চেয়ে গানের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব বেশি । তাঁর বাবা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ, আর তাই শৈশব থেকেই তিনি পিতার কাছে সংগীত অনুশীলন করতেন । তাঁর গানে হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীত ,বাউল, কীর্তন প্রভৃতি সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গানগুলিকে মূলত ভক্তিগীতি, স্বদেশীসংগীত এবং হাস্যরসাত্মক এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

ভক্তিগীতি- "তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে", "আমি অকৃতি অধম", "প্রেমে জল হয়ে যাও গলে" ইত্যাদি গানগুলো খুব সহজেই ভক্ত হৃদয়ের মনে আকুতি ও আনন্দ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বদেশী সংগীত-তার স্বদেশের সংগীত গান গুলির মধ্যে জনপ্রিয় একটি গান হলো- মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, এছাড়াও রয়েছে "সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজলধারা", "ভারত কাব্য নিকুঞ্জে জাগো সুমঙ্গলময়ী মা" ইত্যাদি।

হাস্যরসাত্মক গান- রাজশাহীতে থাকাকালীন রজনীকান্ত সেন সেই সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কন্ঠে হাসির গান শুনে হাসির গান রচনা শুরু করেন এবং ভীষণভাবে প্রভাবিত হওয়ায় আস্তে আস্তে তিনিও একই রকম লেখা শুরু করেন। তাঁর হাস্যরসাত্মক গান গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- "যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত পানতোয়া শত শত", "বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইলা দিছি পায়" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রজনীকান্ত সেনের গানগুলি "কান্তগীতি" নামে পরিচিত । তাঁর গানগুলি বাণী ও কল্যাণী এই গ্রন্থদুটির মধ্যে সংকলিত হয়েছে। তাঁর গানের গায়কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মান্না দে,হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, আরতী মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রশ্নঃ ৩। বাংলা গানের ইতিহাসে অতুলপ্রসাদ সেনের অবদান আলোচনা করো।

উত্তরঃ-বাংলা সংগীতের ধারায় অতুলপ্রসাদ সেন এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি একাধারে গীতিকার ও সুরকার। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ন গুপ্তের কাছে বড়ো হন এবং তার কাছেই সংগীত ও ভক্তিমূলক গানে তার হাতে খড়ি। বাংলা ভাষীদের নিকট অতুলপ্রসাদ সেন প্রধানত একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার হিসেবে পরিচিত। তার গানগুলি মূলত স্বদেশী সংগীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান এই তিন ভাগে বিভক্ত। তবে তার ব্যক্তিজীবনের বেদনা সকল ধরনের গানেই কমবেশি প্রভাব ফেলেছে এজন্য তার অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণরস প্রধান।

অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা গানে ঠুংরি ধারার প্রবর্তক। তিনি মোট ২০৬ টি গান রচনা করেছেন। তার গানগুলি কাকলি, কয়েকটি গান ও গীতগুঞ্জ এই তিনটি বইয়ে সংকলিত হয়েছে।তার গানগুলিকে রাগাশ্রয়ী, গজল-টপ্পা-ঠুংরি, স্বদেশী সংগীত, ঋতু সংগীত ও বিবিধ পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

রাগাশ্রয়ী গান- "ডাকি কোয়েলা বারে বারে", "সে ডাকে আমারে", "কে আবার বাজায় বাঁশি", "আমার বাগানে কত ফুল" ইত্যাদি গান উল্লেখযোগ্য।

গজল-টপ্পা-ঠুংরি- তিনি প্রথম বাংলা গজল রচনা করেন।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- "কে তুমি বিরহিনী", "জল বলে চল", "কত গান তো হল গাওয়া" ইত্যাদি।
আর টপ্পা গান গুলি হলো- "কে যেন আমারে বারে বারে চায়", "কাঙাল বলিয়া করিওনা হেলা" ইত্যাদি।
আর ঠুংরি গান হল-"ওগো আমার নবীন সাথী"।স্বদেশী সংগীত- "ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী", "বল বল বল সবে", "হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঋতু সংগীত- "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে", "আইলো আজি বসন্ত মরি মরি", "বন দেখে মোর মনের পাখি ডাকলো গো" ইত্যাদি গানগুলি ঋতু সঙ্গীতে যথার্থ হয়ে উঠেছে।

বিবিধ-অতুলপ্রসাদ বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি প্রভৃতি অনেক কান্না করেছিলেন। তাঁর লেখা বাউলাঙ্গ-কীর্তনাঙ্গ গান গুলির মধ্যে "ওগো সাথী মম সাথী", "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়" "যদি তোর হৃদযমুনা" ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
তার গানের গায়ক গায়িকাদের মধ্যে রেনুকা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রয়েছেন।

৪। বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা করো।

উত্তরঃ- রবীন্দ্রনাথের পর কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা গানের দিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কান্ডারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহী কবির পাশাপাশি সঙ্গীতকার হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন রকমের গান রচনা করেছিলেন। তিনি আনুমানিক ৩২৪৯টি গান রচনা করেছেন। নজরুলের গানকে নিম্নোক্ত কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

প্রেম ও প্রকৃতি- প্রেম ও প্রকৃতি প্রধান গানগুলি হল- 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী ' , 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব' প্রভৃতি।

ঋতু সংগীত- নজরুলের লেখা ঋতু সঙ্গীত গুলির মধ্যে- 'এসো শারদ প্রাতের পথিক', 'পৌষ এলো গো' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাগাশ্রয়ী গান- নজরুল তাঁর অসংখ্য গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন-'ভোরের হাওয়া এলে'(রামকেলি/ঠুংরি),'নারায়নী উমা'(নারায়নী) প্রভৃতি।

গজল- 'বাগিচায় বুলবুলি তুই','গুল বাগিচায় বুলবুলি আমি' ইত্যাদি।

ভক্তিগীতি- নজরুল ইসলাম-'বলরে জবা বল', 'শ্রী কৃষ্ণ নাম','মোর জপমালা' ইত্যাদি ভক্তিগীতি রচনা করেন।
স্বদেশ সংগীত-'কারার ওই লৌহ কপাট','উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'প্রভৃতি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন লোকসংগীত যেমন -'চাষার সং', 'মেঘনাদবধ', 'দাতা কর্ণ', 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' ইত্যাদি রচনা করেছিলেন।
তিনি হাস্যরসাত্মক গান যেমন -'পিঁয়াজ বন্দনা' রচনা করেছিলেন।
বিভিন্ন গান যেমন- 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে', 'কাবেরী নদী জলে' প্রাদেশিক সুর ব্যবহার করেছেন।

তাঁর লেখা গীতি আলেখ্য গুলির মধ্যে রয়েছে-'আকাশবাণী','বিজয়' ইত্যাদি।
তাঁর গানের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ফিরোজা বেগম,ধীরেন বসু,মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫। বাংলা সংগীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর:- বাংলা গানের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অবিস্মরণীয় নাম।তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি রবীন্দ্র সংগীত। বাংলা সংগীতের জগতে এই গানগুলি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের গান রচনা করেছিলেন। যেমন- ঋতু, প্রকৃতি, পূজা, প্রেম ইত্যাদি এবং গীতিনাট্য ,আনুষ্ঠানিক ও স্বদেশ পর্যায়ের গান ও রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জন-গণ-মন অধিনায়ক ও আমার সোনার বাংলা এই দেশাত্মবোধক গান দুটি ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। এছাড়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ভারতের জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম্ গানটিতে সুর দিয়েছিলেন। তিনি মোট২২৩২টি গান রচনা করেছিলেন।
তার রচিত প্রথম গান হল-গগনের থালে রবি চন্দ্র জলে । স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ এই চারটি রূপতত্ত্বের ক্রমিক সমন্বয়ে যে একটি গান সম্পূর্ন হয়ে ওঠে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। স্বরবিতান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গান গুলির মধ্যে ১৯৩১টি গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। তিনি দুটি ধামার/ঠুংরি রচনা করেন, টপ্পা রচনা করেন ১৪টি ।দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যা ৬২টি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে মোট ২০রকমের তাল রচনা করেছেন।

ঋতু ও প্রকৃতি বিষয়ক- 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি,
প্রেম পর্যায়- আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ,
আধ্যাত্মিক সংগীত- এই লভিনু সঙ্গ তব,
আনুষ্ঠানিক সংগীত-হে নূতন দেখা দিক আরআর বার(তাঁর লেখা শেষ গান যা জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিনে পরিবেশিত হয়েছিল),
স্বদেশ পর্যায়- "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে",
শিশু সংগীত-আমরা সবাই রাজা।
সারি গানের সুরে "এবার তোর মরা গাঙে",
ভাটিয়ালি সুরে "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ",
ঝুমুর সুরে "ওরে বকুল পারুল" গাওয়া হয়েছিল।
তার একটি **কীর্তনীয়া গান**- "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে"।

অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতকে স্বরলিপি নিবদ্ধ করেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বহু গান চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত। তার গানের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে হলেন- হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ,মান্না দে, সুচিত্রা মিত্র, আরতী মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ।

৬। বাংলা গানের ধারায় সলিল চৌধুরীর অবদান আলোচনা করো।

উত্তরঃ- গণসঙ্গীত শিল্পীর অন্যতম প্রবাদপুরুষ হিসেবে খ্যাত সলিল চৌধুরী বাংলা গানের ধারায় এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একাধারে কথাকার, সুরকার, গায়ক, সংগীত পরিচালক। বাবা জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরীর কাছেই গানের হাতেখড়ি এবং পরবর্তীতে জ্যাঠাতো দাদা নিখিল চৌধুরীর কাছেও সঙ্গীতের তালিম গ্রহণ করেছিলেন। তার গানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উভয় প্রভাব দেখা যায়। বাংলা গানে এই পাশ্চাত্য রীতির ব্যবহারে তিনি অন্যতম স্বীকৃতি পান। মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন বলে তার গানে যেসব সুর এসেছে তাতে মাটির সোঁদা গন্ধ, বাঁশির সুর,খিদের জ্বালা এবং আজীবন বঞ্চনার প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়।
তিনিই প্রথম "কয়্যার" সংগীতের প্রবর্তন করেন। গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি কোরাস পদ্ধতি সৃষ্টি করেন এবং তার কালজয়ী গান গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- "ও আলোর পথযাত্রী", "ঢেউ উঠছে কারা টুটছে", "হেই সামালো", "মানবো না বন্ধনে" "আমার প্রতিবাদের ভাষা" প্রভৃতি।

বিমল ঘোষের লেখা- 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' গানে পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও 'সুরের এই ঝর ঝর ঝরনা' গানটিতে তিনি ভোকাল হারমনি প্রয়োগ করেছেন ।'আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমে' গানটিতে কাউন্টারপয়েন্ট বা অবলিগেটো ব্যবহার করেছেন।

তিনি বোম্বে ইয়ুথ কয়ার প্রতিষ্ঠা করেন ।
তার সুরে গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,লতা মঙ্গেশকর,সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,শ্যামল মিত্র প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর তিনি একমাত্র বহুমুখী ও বিচিত্র সঙ্গীত প্রতিভা।

শেখাপড়া.COM